# জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত এবং স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ কে আব্দুল মোমেন এর মুখোমুখি মরুপলাশ

**মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম বাংলা প্রকাশনা সউদী আরব থেকে প্রকাশিত মরুপলাশ ডটনেট কে ড. মোমেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। যা নিরেট একটি সাক্ষাৎকার হিসেবেই আমরা প্রকাশ করছি না। প্রকাশ করবো বাস্তবতার নিরিখে গল্পের পেছনের গল্প, ঘটনার পেছনের ঘটনা। যাতে এই সাক্ষাৎকারটি হবে বর্ণনাধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী। বক্ষমান লেখায় আমাদের চেষ্টা তেমনই থাকবে- সম্পাদক, মরুপলাশ।**

[*মরুপলাশঃ ড. মোমেন এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন- সউদী আরব যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিপক্ষে নয়। যা এদেশের দায়িত্বশীল সূত্র থেকে জানা গেছে। অথচ এদেশে ঘাপটি মেরে থাকা স্বাধীনতা বিরোধীরা এদেশ থেকে বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে দেশের মিডিয়াগুলোতে প্রচার ও প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে যাচ্ছে যে, সউদী আরব যুদ্ধাপরাধী বিচারের বিপক্ষে। এ বিচার কার্য বন্ধ না করলে সউদী আরব নাকি এখানকার কর্মরত সকল বাঙালি প্রবাসীদের দেশে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু মরুপলাশ এর জানামতে পৃথিবীর সব কটা সভ্য জাতিই চায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। তেমনি সউদী আরব ও তার জনগন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়।*

*সউদী আরব পৃথিবীর অন্য সব সুসভ্য জাতির মতোই একটি জাতি। কিন্তু কিছু সংখ্যক বাংলাদেশের মিডিয়া সউদী আরব সম্পর্কে যে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে, তা শুধু সউদী আরবের ভাবমুর্তিই ক্ষুণ্ন করছে বিশ্বের অন্য সব সুসভ্য জাতির কাছে। সুসাশন হোক, আইনের শাসনই হোক সবই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে। একটি জাতিকে কলংকমুক্ত করতে হলেও এই যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধীদের বিচার অত্যাবশ্যক। আর এতেই ফিরে আসতে পারে সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা। এ বিষয়ে প্রকৃত সত্যটি জানার অপেক্ষা করে 'মরুপলাশ'।*
*ড.মোমেন দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করতে শুরু করলেন সত্য শব্দের আলপনা। যে সত্য তিনি জানেন এবং জাতিসংঘে সউদী আরবের রাষ্ট্রদুত এবং স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ খালেদ আল নাফিস এর সঙ্গে তাঁর অফিসে বসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে কথা বলে যে সত্য তিনি পেয়েছেন তাও প্রকাশ করে গেলেন মরুপলাশ এর কাছে।* ]

Bangladesh Ambassador and PR to the UN, Dr. Abdul Momen and Saudi Ambassador and PR to the UN, Mr. Khalid Nafsee at his office

জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত এবং স্থায়ী প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অর্পিত বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত পেরু র রাষ্ট্রদুত হিসেবে একজন চুক্তিভিত্তিক সফল কূটনীতিক ড. এ কে আব্দুল মোমেন। সউদী আরবে এসেছিলেন পবিত্র ওমরা পালনের উদ্দেশে। ওনার সফর সঙ্গী হিসেবে এসেছেন তাঁর বিদুষী পত্নী মিসেস সেলিনা মোমেন ১২জানুয়ারী ২০১১ইং।

মক্কায় পবিত্র ওমরা পালন শেষে মদিনায় যান নবী করিম (সঃ) এর মাঝার জেয়ারত করতে। সেখান থেকে ড. মোমেন রিয়াদের কিং খালেদ ইন্টারন্যাশনাল এয়াপোর্টে পৌঁছেন ১৫জানুয়ারী ২০১১ইং স্থানীয় সময় ১২ঃ৪০মিঃ। ড. আবদুল মোমেন এবং তাঁর জীবনসঙ্গী সেলিনা মোমেন রিয়াদ এয়ারপোর্ট পৌঁছলে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান রিয়াদে বাংলাদেশ দুতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্ধ ও মরুপলাশ সম্পাদক, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির জাতীয় কমিটির সদস্য এবং সউদী আরব নির্মল কমিটির সভাপতি ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত, বাংলাদেশ মুক্তিযোধ্বা সংসদ সউদী আরব ইউনিট কমান্ড এর কমান্ডার মোঃ আবদুল হাই।

২০০৩ সালে ড. মোমেন রিয়াদ থেকে সর্বস্তরের মানুষের সংবর্ধনার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। ২০১১ সালের জানুয়ারীতে এসেও রিয়াদ প্যালেসেই তিনি কমিউনিটি কর্তৃক সংবর্ধিত হলেন, সম্মানিত হলেন সকল শ্রেণী পেশা মানুষের ভালোবাসায়। ২০০৩ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সউদী সরকারের সউদী ইন্ডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের এডভাইজার। এসেছিলেন এদেশে একজন মার্কিন নাগরিকের গাম্ভীর্য নিয়ে। ২০১১তে সউদী আরব এলেন বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধির অলংকার বুকে ধারণ করে, একজন নিখুঁত বাঙালি হয়ে। যদিও এ সফর তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত ছিলো কিন্তু কাজ করে গেছেন অনেক।

কিন্ত তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্টের গুণেই রিয়াদের প্রবাসী বাঙালি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং প্রধান প্রেরণাদানকারী হিসেবে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। লিখতেন রুপসী চাঁদপুর ইন্টারনেট সাহিত্য মাসিকে

এবং এখনও লিখেন মরুপলাশ এ একটি কলাম। তিনি  দেশ-মাটি ও মানুষের জন্য লেখেন। তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে মাটি ও মানুষের জন্য সর্বোপরি দেশমাতার প্রতি গভীর মমত্ববোধ। তাইতো সব কিছু ছাড়িয়ে প্রবাসী বাঙালিদের কাছে  তিনি হতে পেরেছিলেন সবার প্রিয় মোমেন ভাই।

১৭জানুয়ারী'১১ তিনি সূর্য ওঠার আগেই বাংলাদেশের উদ্দেশে রিয়াদ ত্যাগ করবেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ হয়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। তাই এ দু'দিন সময়ের রিয়াদে তিনি ছিলেন অন্তবিহীন ব্যস্ত তাঁর ভালোবাসার মানুষগুলো নিয়ে। এমনি হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও তিনি মরুপলাশ কে সময় দিয়েছেন হোটেলের সুইট রুমে, মেইন লবিতে। মরুপলাশ সম্পাদকের রিয়াদের ভাড়াটে চিলেকোঠায় এসেও মরুপলাশকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কেননা তিনি মরুপলাশ এর একজন লেখক, কলামিষ্ট। তার সঙ্গে কথা না বলে সউদী ত্যাগ করতে পারেন না। তেমনি তিনি চলে যেতে পারেন না রিয়াদের বর্ষীয়ান প্রাবন্ধিক, গল্পকার মেজবাহ উদ্দিন জওহের ও ছড়াকার এর সঙ্গে একান্ত নিরিবিলি দেখা না করে, হাজার শব্দের আলপনা না বুনে।

সেই সরল বিশ্বাসও আন্তরিকতা থেকেই তিনি দেখা করেছেন তৃতীয় বিশ্বের একজন লেখক ছড়াকার ও মরুপলাশ সম্পাদক, এবং রসালো রম্য রচয়িতা কথাশিল্পী মেজবাহ উদ্দিন জওহের এর সঙ্গে। প্রাচুর্যময় বিশ্বের একটি দেশে অবস্থান করেও তৃতীয় বিশ্বের এই লেখক দু'জন কেমন আছে, জানার জন্য। প্রাণ খুলে কথা বলেছেন। সউদী প্রবাসী বাঙালিদের সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করে একটি দিক নির্দেশনা খুঁজতে গিয়ে মনে হয়েছে তিনি ও তাঁর পত্নী হাঁফিয়ে উঠেছিলেন।

রিয়াদের মধ্যরাত। তখন বাংলাদেশে হয়তো এসময়ে পত্রপল্লবে জমা শিশির টুপটাপ করে ঝরছে। প্রথমেই জানতে চাইলেন কেমন আছেন আপনারা স্বভাবসিদ্ধ কৌতুহল। ছড়াকার উত্তরে বললেল- মরে কিবা বেঁচে আছি/মনে কোন বোধ নেই/ শ্বাস তবু চলে আজো/ চোখে কোনো রোদ নেই...।। নির্ভেজাল একটি হাসির শব্দ পড়ে যায়। এর পরপরই রসঘন সাহিত্যালোচনা নিয়ে মেতে উঠেন। যেখানে উঠে আসে রবি ঠাকুর, নজরুল, জীবনানন্দ, জসিমউদ্দিন, সত্যেন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক ছড়াকারদের সৃষ্টি নিয়ে কথা। তখন তাঁকে মনে হয়েছে অত্যন্ত মুখর, প্রাণবন্ত ও সজীব। যেন বহুকাল পর এক পসলা বৃষ্টিতে ভিজে তিনি এবং তাঁর বিদুষী পত্নী সেলিনা মোমেন নেয়ে ধেয়ে উঠেছেন। পেয়েছেন দখিনা নদী ছোঁয়া এক মুঠো সুশীতল বায়ু। যা প্রাণভরে উপভোগ করেছেন।

ড. মোমেন এর কাছে মরুপলাশ তুলে ধরলেন সউদী আরবে বাঙালিদের করুণচিত্র। তাঁদের সীমাহীন দুর্দশার কথা। যেমন বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা হচ্ছে না। 'নাকাল কাফালাত' মানে স্পন্সরশীপ ট্রানস্ফার বন্ধ, প্রবাসী প্রজন্ম যাদের ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে, তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে পিতামাতাকে ছেড়ে দেশে চলে যেতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে মেয়েদের বিষয়ে কিছুটা শিথিল রয়েছে। সর্বোপরি আমাদের জাতীয় ইমেজ সংকটে আমরা নিদারুণভাবে নিপতিত। এর থেকে উঠে আসার উপায় কি জানতে চায় মরুপলাশ।

১৫ জানুয়ারী'১১ রিয়াদ প্যালেস হোটেলে সংবর্ধনা সভায় কমিউনিটির লিডারগন  ড. মোমেন এর মতো একজন অতি আপনজন কাছে পেয়ে হাজারো কষ্টের কথাগুলো প্রকাশ করেছিলেন। যে কষ্টগুলো দেখার এখানে কেউ

নেই। তাদের ইঙ্গিতগুলো ছিলো এখানে বাঙালি দুতাবাসের প্রতি। তেমনি 'মরুপলাশ' ড. মোমেনকে জানান সউদী আরব যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিপক্ষে নয়। যা এদেশের দায়িত্বশীল সূত্র থেকে জানা গেছে। অথচ এদেশে ঘাপটি মেরে থাকা স্বাধীনতা বিরোধীরা এদেশ থেকে বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে দেশের মিডিয়াগুলোতে প্রচার দিচ্ছে যে সউদী আরব যুদ্ধাপরাধী বিচারের বিপক্ষে। এ বিচার কার্য বন্ধ না করলে সউদী আরব নাকি এখানকার কর্মরত সকল বাঙালি প্রবাসীদের দেশে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু মরুপলাশ এর জানামতে পৃথিবীর সব কটা সভ্য জাতিই চায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। তেমনি সউদী আরব ও তার জনগন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। তারাও পৃথিবীর অন্য সব সুসভ্য জাতির মতোই একটি জাতি।

কিন্তু কিছু সংখ্যক বাংলাদেশের মিডিয়া সউদী আরব সম্পর্কে যে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে, তা শুধু সউদী আরবের ভাবমুর্তিই ক্ষুণ্ন করছে বিশ্বের অন্য সব সুসভ্য জাতির কাছে। সুসাশন হোক, আইনের শাসনই হোক সবই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে। একটি জাতিকে কলংকমুক্ত করতে হলেও এই যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধীদের বিচার অত্যাবশ্যক। আর এতেই ফিরে আসতে পারে সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা। এ বিষয়ে প্রকৃত সত্যটি জানার অপেক্ষা করে 'মরুপলাশ'। ড.মোমেন দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করতে শুরু করলেন সত্য শব্দের আলপনা। এবং জাতিসংঘে সউদী আরবের রাষ্ট্রদুত এবং স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ খালেদ আল নাফিস এর সঙ্গে তাঁর অফিসে বসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে কথা বলে যে সত্য তিনি পেয়েছেন তাও প্রকাশ করে গেলেন মরুপলাশ এর কাছে।

ড. মোমেন বলেন- জাতিসংঘে সউদীআরবের রাষ্ট্রদুত এবং স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ খালেদ আল নাফিস এর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তিনি সরাসরি বলেছেন- তোমাদের দেশের অপরাধীর বিচার তোমরা করবে, আমাদের দেশেরটা আমরা। আমাদের দেশের অপরাধীর বিচার আমরা করতে গেলে আমরা যেমন চাইনা অন্য কোন দেশ আমাদের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে নাক না গলাক। তেমনি তোমাদের দেশের যুদ্ধাপরাধ বিচার পক্রিয়া নিয়ে আমাদেরও কোন মাথা ব্যাথা নেই। এদিক সেদিক যা শুনছো-তা শুধুই মাত্র প্রপাগান্ডা। এবং তা আমাদের দুদেশের বন্ধুত্ব বিনষ্ট করারই নামান্তর মাত্র।

ড. মোমেনের মাধ্যমে জাতির জনক তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তরান্বিত করার তাগিদ দেন সউদী আরব একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির (২০১১-২০১২) চীফ এ্যাডভাইজার জনাব মোহাম্মদ আলী নুর। ছবিতে ড. মোমেনের সর্বডানে সউদী আরব নির্মুল কমিটির প্রধান উপদেষ্টা সমাজ চিন্তক মোহাম্মদ আলী নুর, মাঝে জাতীয় কমিটির মেম্বার ও সউদী আরব নিমুল কমিটির সভাপতি দেওয়ান আবদুল বাসেত। ছবি-মরুপলাশ